দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হতে পারে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) এবং ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং হল দখলকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হতে পারে বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে। ক্যাম্পাস আপাতত শান্ত মনে হলেও এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কতদিন স্থায়ী হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মহল উদ্বিগ্ন।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার মূল কারণ হবে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। উপদলীয় কোন্দল এবং ক্যাম্পাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে বড় মাপের সংঘর্ষ হতে পারে বলে গুঞ্জন চলছে। ক্যাডারদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এবারের সংঘর্ষে কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ। তাদের কথা, প্রয়োজনে লাশ পড়বে তবুও হল ছাড়া যাবে না। শহীদুল্লাহ, সূর্যসেন এবং বঙ্গবন্ধু হলে দখল-বেদখল নিয়ে এ সংঘর্ষ হতে পারে। শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ গ্রুপ 'গোপালগঞ্জ গ্রুপ'-এর অবস্থান নিয়ে, বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ পিন্টু সমর্থিত 'টিটো গ্রুপ'-এর অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষ হবে বলে সূত্র জানায়। সূত্র মতে, সহাবস্থানের পর সূর্যসেন হল ছাত্রলীগ নাকি ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেই প্রশ্নে মাসখানেকের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই হবে।

'মাস দুয়েক আগে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। ছাত্রলীগ তখন 'মাদারীপুর-শরীয়তপুর' এবং 'বহুজাতিক গ্রুপ' নামে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কিছুদিন আগে শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের অছাত্র ক্যাডার তনাই নিহত হওয়ার পর এই গ্রুপিংয়ের অবসান ঘটে। তনাই নিহত হওয়ার পর বহুজাতিক গ্রুপের বরিশাল অংশ 'মাদারীপুর-শরীয়তপুর' গ্রুপে যোগ দেয়। এসময় বহুজাতিক গ্রুপের গোপালগঞ্জ অংশের নেতা কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। গত দু'মাস যাবত তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চালান। এখন তাঁরা শহীদুল্লাহ হল পুনরায় তাঁদের দখলে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এ কারণে 'মাদারীপুর-শরীয়তপুর' গ্রুপের এক নায়ক বেশ চিন্তায় পড়েছেন। ক্যাম্পাস এখন তাঁর একক নিয়ন্ত্রণে। তাঁর একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে শহীদুল্লাহ হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জোরদার করা হয়েছে। রাতভর পুলিশের পাশাপাশি ক্যাডাররাও সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছে বলে কয়েকজন সাধারণ ছাত্র জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্যাডার বলেন, 'গোপালগঞ্জ গ্রুপ হলে আসলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে তবুও অবস্থান নিতে দেয়া হবে না।'

ছাত্রদলের মহানগর এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির দ্বন্দ্ব বহুদিন আগের 'এ্যানি-সোহেল' কমিটি গঠিত হওয়ার পর এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হওয়ার পর দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। বঙ্গবন্ধু হলে আরিফ হোসেন তাজ নিহত হওয়ার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ ঘটে। তাজ নিহত হওয়ার পর নগর সমর্থিত 'টিটো গ্রুপ' ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। পাঁচ মাস পরে গত ২৪ আগস্ট তারা সূর্যসেন হল বিনা যুদ্ধে দখলে নিয়েও অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। তারা আবার বঙ্গবন্ধু হল দখলের পাঁয়তারা করছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে বর্তমান গ্রুপ প্রতিপক্ষ গ্রুপের বঙ্গবন্ধু হল দখলের বিষয়টি টের পেয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। হল দখলের বিষয়টি টের পেয়ে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে। রাতভর পাহারা দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই। হল দখল বিষয়ে ক্যাম্পাসে বর্তমান গ্রুপের একজন ক্যাডার বলেন, "এত সহজ নয়, তাছাড়া আমরা জসীম উদ্দীন হল থেকে সেন্টার পাব।"

সূর্যসেন হলের চিত্র একটু ভিন্ন। সেখানে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল উভয় সংগঠনের ক্যাডাররাই রাতভর পাহারা দেয়। দখলদারিত্ব নিয়ে ফাইনাল যুদ্ধ কবে হবে সে বিষয়ে দু'পক্ষই আগামী দু'এক মাসের কথা বলছে।